প্রথম আলো

তারিখ 28 SEP 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অনেক শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস নেন না

২৩ অধ্যাপকের ২০ জনই নেই

কাজী আবদুল্লাহ, খুলনা ●

খুলনা মেডিকেল কলেজে শিক্ষকসংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। ২৩ জন অধ্যাপকের মধ্যে আছেন মাত্র তিনজন। অন্য শিক্ষকদের মধ্যে বেশ কয়েকজন নিয়মিত পাঠদান করান না বলে অভিযোগ রয়েছে।

মেডিকেল কলেজ কার্যালয় ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ১৯৯২ সালে নগরের বয়রা এলাকায় ৪৫ একর জমির ওপর খুলনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষাদানে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করলেও সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষকসংকটের ফলে ঐতিহ্য হারাতে বসেছে প্রতিষ্ঠানটি। বর্তমানে ছয়টি ব্যাচে খুলনা মেডিকেল কলেজে ৭৫৬ জন শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছেন। শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য এখানে ২৩ জন অধ্যাপকের মধ্যে ২০ জনই নেই। সহযোগী অধ্যাপকের ৩৪টি পদের মধ্যে ২০ জন নেই। সহকারী অধ্যাপকের ৪৩টি পদের মধ্যে ১০ জনের পদ শূন্য আছে। তবে প্রভাষকের ৩১টি পদের সবাই আছেন। অর্থাৎ মেডিকেল কলেজে ১৩১টি শিক্ষকের পদের মধ্যে ৫০টিই ফাঁকা আছে।

শিক্ষকসংকটের বাস্তবতা নিশ্চিত করে খুলনা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল মাহবুব বলেন, মেডিসিন বিভাগে দরকার পাঁচজন সিনিয়র শিক্ষক, আছেন দুজন। সার্জারিতে দুটি পদ ফাঁকা। গাইনিতে চারজন অধ্যাপকের মধ্যে আছেন একজন। চক্ষু বিভাগ সম্পূর্ণ ফাঁকা। বিষয়গুলো লিখিতভাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে জানান হয়েছে। কয়েকজন শিক্ষক ঠিকমতো ক্লাস না নেওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ জানান, তাঁদের হাত অনেক লম্বা। তবে মাঝেমধ্যে ক্লাস নেন তাঁরা।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, অ্যানাটমি বিভাগের একজন অধ্যাপক, একজন সহযোগী অধ্যাপক ও দুজন প্রভাষক নিয়মিত ক্লাস নেন না। এ ছাড়া ফিজিওলজি বিভাগের একজন সহযোগী অধ্যাপক ও দুজন প্রভাষক; বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের দুজন সহযোগী অধ্যাপক; মাইক্রোবায়োলজির একজন সহযোগী অধ্যাপক ও দুজন প্রভাষক; অ্যানেস্থেসিওলজির একজন সহকারী অধ্যাপক এবং গাইনি বিভাগের একজন সহকারী অধ্যাপক নিয়মিত ক্লাস নেন না। ওই শিক্ষকেরা কেউ কেউ এক থেকে দুই মাস পরপর কলেজে এসে একটি-দুটি ক্লাস নিয়ে আবার চলে যান।

শিক্ষকসংকট প্রসঙ্গে তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী কামরুল হাসান জানান, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে চারজন শিক্ষক থাকলেও মাত্র একজন প্রভাষকই ১৪০ জন শিক্ষার্থীর ক্লাস নিয়ে থাকেন। তিনিই ৭০ জনকে একসঙ্গে নিয়ে প্র্যাকটিক্যালও করান। এ ছাড়া ফার্মাকোলজি বিভাগেও একই অবস্থা। এভাবে কী ভালো করে শেখা যায়? তৃতীয় বর্ষের দেলোয়ার হোসেন বলেন, শিক্ষকের অভাবে আমাদের কলেজে নিউরোলজি ও ইউরোলজি বিভাগই নেই। দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী জান্নাতুল মাওয়া বলেন, শিক্ষকসংকট নিয়ে ইতিপূর্বে আন্দোলন-সংগ্রামের ফলে কাগজে-কলমে কয়েকজন শিক্ষক যোগদান করলেও তাঁরা ঠিকমতো ক্লাস নেন না।

খুলনা মেডিকেল কলেজ

শিক্ষকসংকটের কারণ প্রসঙ্গে মেডিকেল কলেজের প্যাথলজি বিভাগের অধ্যাপক মনিমোহন সাহা বলেন, এখানে পোস্টিং দিলে অনেকে কাগজপত্রে যোগদান করলেও কাজে পাওয়া যায় না। খুলনা মেডিকেলে শিক্ষকদের হাজিরার জন্য 'ফিঙ্গার প্রিন্ট' ব্যবস্থা চালুর দাবি জানান তিনি।

বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) কেন্দ্রীয় সহসভাপতি শেখ বাহারুল আলম বলেন, 'অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বিন্যাসের কারণে ঢাকা-চট্টগ্রাম ছেড়ে আমাদের এই মফস্বল শহরে অনেকেই আসতে বা থাকতে চান না। আমাদের খুলনা মেডিকেল কলেজটি অনেক বঞ্চনার শিকার।'